সংবাদ

04 DEC 2005

ভৈরবে একটি প্রশ্নপত্র দিয়ে ৩ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ

অভিভাবকদের বিক্ষোভ : আজ শিক্ষা অফিস ঘেরাও

প্রতিনিধি, ভৈরব

ভৈরব উপজেলার শিক্ষা অফিসের ব্যবস্থাপনায় পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার প্রথম দিনে গতকাল শনিবার এক প্রশ্নে গড়ে ৩ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আবার কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন পেয়েছে পাল্টা করে। অনেক পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন না পেয়ে পরীক্ষা কক্ষে হাউমাউ করে কাঁদতে দেখা গেছে। পরে তারা কাড়াকাড়ি করে প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে। অনেকে পূর্ণ নম্বরের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। সে সময় কোন কেন্দ্র সচিবই শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের খুঁজে পাননি। এ নিয়ে অভিভাবক, পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় উপজেলার কাশিকাপ্রসাদ মিয়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আসা অভিভাবকরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় তারা শিক্ষা কর্মকর্তার অপসারণ দাবিসহ শিক্ষা অফিসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। অভিভাবক আ. হান্নান, মোতালিব মিয়া আজ রোববার শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস ঘেরাও কর্মসূচিসহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করবেন বলে জানান। আজ রোববারের পরীক্ষায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করছেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

গতকাল শনিবার থেকে ভৈরব উপজেলায় একযোগে ১৩টি কেন্দ্রে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া প্রতিটি কেন্দ্রের সচিবরা প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটে গণিত ও ধর্মের প্রশ্ন পরীক্ষার্থীর তুলনায় কম পান। পরে তারা বাধ্য হয়ে একটি প্রশ্ন দিয়ে দু'জন বা তিনজনকে পরীক্ষা দিতে বলেন। এ খবর অভিভাবকদের মধ্যে পৌঁছলে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অনেক অভিভাবক কেন্দ্র সচিবের কাছে এর কোন সদুত্তর না পেয়ে সাংবাদিকদের জানান। সাংবাদিকরা বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, বিভাগীয় মামলার ভয় দেখিয়ে স্থানীয় শিক্ষা অফিস স্কুল রেজিস্ট্রার অনুযায়ী প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ফি অনেক আগেই নিয়ে যায়। ফলে ১০ ভাগ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলেও প্রশ্ন সংকট দেখা দেয়ার কারণ খুঁজে পাননি শিক্ষকরা। প্রথম শিফট পরীক্ষার সময় পর্যন্ত কোন শিক্ষা কর্মকর্তা কোন কেন্দ্র পরিদর্শনে যাননি বলে জানা গেছে।

উপজেলার কালিকাপ্রসাদ, শ্রীনগর, দড়িচণ্ডিবের, নবীপুর, হাজী আসমত কেন্দ্রে গিয়ে একাধিক ছাত্রছাত্রীকে একটি প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা দিতে দেখা যায়। শ্রীনগর কেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্র সচিবকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে প্রত্যেক কেন্দ্র সচিব বলেন, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে প্রশ্ন সঙ্কটের বিষয়টি চোখে পড়ায় এবং শিক্ষা অফিসের কোন দিকনির্দেশনা না থাকায় তাদের কিছুই করার ছিল না।

বোমাতঙ্কে গাজীপুরে

● প্রথম পাতার পর

দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক কসরত শেখানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন শপথের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এদিকে গাজীপুর এখন শোক আর আতঙ্কের শহর। ৫০ ঘণ্টার ব্যবধানে বড়ো ২টি বোমা হামলার দগদগে স্মৃতি এখনো ভুলতে পারছে না শহরবাসী। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোমা হামলা হবে। এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে শহরের সবগুলো প্রতিষ্ঠান ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষ চলমান বার্ষিক পরীক্ষাও স্থগিত করে দিয়েছে। অন্যদিকে টঙ্গী থেকে আটক অনামিকা হোটেলের ২ ম্যানেজার সালাম সরকার (৩৫) ও নাসির উদ্দিন হানিফকে (৪০) গতকাল ২ দিনের রিমান্ডে আনা হয়েছে। এদের বাড়ি বরিশালের উজিরপুরে। বৃহস্পতিবার গাজীপুর জেলা প্রশাসকের মূল ফটকে বোমা হামলাকারী আব্দুল রাজ্জাক চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে এসে ঐ হোটেলে উঠেছিল। তাছাড়া কালিয়াকৈরের কানেরটেকি থেকে ১৭টি পটকাসহ আটক মহিজউদ্দিনের ৫ দিনের রিমান্ড চলছে। মহিজ আহলে হাদিস যুব আন্দোলনের স্থানীয় নেতা। কালিয়াকৈর থানার ওসি লুৎফর রহমান জানিয়েছেন, মহিজউদ্দিনের বাড়ি থেকে যুব আন্দোলনের কয়েকটি লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

বোমা হামলার ২ দিন পর গতকালও গাজীপুর ছিল থমথমে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পাহারা জোরদার করা হয়েছে। ঢাকা থেকে গাজীপুরগামী সকল বাসে শহরে ঢোকার মুখে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম বলেন, জঙ্গি গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। আশা করি দুএকদিনের মধ্যে ভালো সংবাদ দিতে পারবো।

এদিকে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকী এমপি বলেছেন, বোমাবাজদের মূল হোতা হচ্ছে জামাতে ইসলামী। জামাত হচ্ছে এ দেশের সমস্ত অনিষ্টের মূল। তারা রাজাকার হয়ে এ দেশের লাখ লাখ মানুষ হত্যা করেছে। জামাতকে বগলের তলে রেখে বোমাবাজি বন্ধ করা যাবে না। আত্মঘাতী বোমা হামলায় বিচারক, সাংবাদিক, আইনজীবী, পুলিশ ও নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার বিকালে জেলা শহরের মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি জানান, গাজীপুরে জঙ্গি বোমা হামলায় ৮ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় গাজীপুর জেলার টঙ্গী শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র বোমাতঙ্ক বিরাজ করছে। বোমা হামলাকারী আব্দুর রাজ্জাক টঙ্গী বাজারের হোটেল অনামিকায় অবস্থান করে বোমা হামলার পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে পৌরবাসীর উদ্বেগের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরিচিত লোকজন দেখলেই এলাকাবাসী সন্দেহের চোখে দেখছেন। রাত ৮টার পর থেকে টঙ্গীর রাস্তাঘাটগুলো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। টঙ্গীর স্কুল, কলেজ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও টঙ্গী থানায় প্রবেশের মুখে নিরাপত্তারক্ষীরা তল্লাশি করছেন।